তৃতীয় যৌথ কর্মদ্যোগী বিভাগ (জেডবলুজি)-র উপ আঞ্চলিক সহযোগিতা সভা বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত এবং নেপাল (বিবিআইএন) মধ্যে (জানুয়ারি ১৯-২০, ২০১৬)

জল সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং শক্তি/ জলবিদ্যুৎ এবং সংযোজন ও চলাচলের ব্যাপারে জেডবলুজি-র উপ আঞ্চলিক সহযোগিতা নিয়ে বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত এবং নেপাল (বিবিআইএন) -র মধ্যে তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হল ঢাকায় ১৯-২০ জানুয়ারি, ২০১৬। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলে ছিলেন জনাব তারেক মহম্মদ আরিফুল ইসলাম, মহা পরিচালক (দক্ষিণ এশিয়া), বিদেশমন্ত্রক, ভুটানের প্রতিনিধি দলে ছিলেন মাননীয় কর্মা পি দরজি, জলবিদ্যুৎ ও শক্তি সম্পদ দফতরের অধিকর্তা, অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রক, নেপালের প্রতিনিধি দলে ছিলেন মাননীয় প্রকাশকুমার সুভেদী, যুগ্ম সচিব (দক্ষিণ এশিয়া), বিদেশমন্ত্রক এবং ভারতীয় প্রতিনিধি দলে ছিলেন মাননীয় অভয় ঠাকুর, যুগ্ম সচিব (উত্তর) এবং শ্রীমতি শ্রীপ্রিয়া রঙ্গনাথন, যুগ্ম সচিব (বিএম), পররাষ্ট্রমন্ত্রক। সভায় আলোচনা হয় আন্তরিক, গঠনমূলক এবং অগ্রগতিমূলক। উপ আঞ্চলিক সহযোগিতাকে গভীরতর করতে নতুন উদ্যোগ চিহ্নিত ও বিবেচিত হয়েছে।

জেডবলুজি জল সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং শক্তি/ জলবিদ্যুতের ক্ষেত্রে আগের আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, ভবিষ্যতে শক্তি বাণিজ্য এবং আন্তঃ গ্রিড সহযোগিতার ক্ষেত্রে চার দেশের সংযোগ বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়। বিশেষ করে বিবিআইএন কাঠামোর আওতায় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের রূপরেখা নির্দিষ্ট করতে আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, একটি বিশেষজ্ঞ দল গঠন করা হবে, যাতে জল সম্পদ ব্যবস্থায় সুনির্দিষ্ট সর্বত্তম কার্যদ্ধার সম্ভব হয়, বিশেষ করে— প্রকল্প চিহ্নিত, বিদ্যুৎ বাণিজ্য, আন্তঃ গ্রিড সংযোজন, বন্যার পূর্বাভাস, অন্যান্য এলাকায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা।

বিবিআইএন এমভিএ-র অধীন সংযোজন ও চলাচলের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে জেডবলুজি এবং এই প্রকল্পের প্রাসঙ্গিক প্রস্তাবনা তৈরি করে।

সার্ক আঞ্চলিক রেল চুক্তি রূপরেখার উপর বিবিআইএন রেল চুক্তি অঙ্কনের খসড়ার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরুর সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়াও সম্মত হয়, স্থল বন্দর/ স্থল শুল্ক স্টেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপ আঞ্চলিক বাণিজ্য এবং চলাচলের ব্যাপারে, যা চার দেশই অগ্রাধিকার দিয়েছে।

জেডবলুজি-র পরবর্তী সভা ভারতে ২০১৬ -এর দ্বিতীয়ার্থে অনুষ্ঠিত হবে।

ঢাকা

জানুয়ারি ২০, ২০১৬